ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ফৌজি-২তে থাকছেন না শাহরুখ

পৃঃ ৫

ওপেনিং ব্যাটার খুঁজছে অস্ট্রেলিয়া, ফিরতে 'প্রস্তুত' ওয়ার্নার

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৯১ ● কলকাতা ● ১২ কার্তিক, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ২৯ অক্টোবর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

নির্ধারিত সময়ের চার বছর পর মোদি সরকারের

প্রথম আদমসুমারি আগামী বছর

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : নির্ধারিত সময়ের চার বছর পর শুরু হতে চলেছে জনগণনা। কেন্দ্রীয় সরকারের এক সূত্র মারফত এই খবর জানা গেছে। ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেই নতুন লোকসভা কেন্দ্র গঠিত হবে।

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে ২০২৫ সালে শুরু হবে জনগণনার কাজ। এক বছর ধরে আদমসুমারি চলার পর ২০২৬ সালে জনগণনা রিপোর্ট পাওয়া যাবে। তপশিলি জাতি উপজাতি এবং অসংরক্ষিতদের মধ্যেও যে বিভাগ রয়েছে এই জনগণনাতে তাও উল্লেখ করা হবে। তবে সূত্রের খবর জাতি গত ভাবে জনগণনা হবে না।

আদমসুমারি শেষ হবার পর ২০২৬ সালের লোকসভা কেন্দ্র গুলোর পুনর্ববিন্যাস করা শুরু হবে।, লোকসভা কেন্দ্র গুলোর পুনর্বিন্যাসের কাজ শেষ হতে দু'বছর সময় লাগবে। ২০২৮ সালে লোকসভা কেন্দ্রগুলো নতুন তালিকা প্রকাশ হবে। আর ২০২৯ সালেই রয়েছে লোকসভা নির্বাচন। ২০২১ সালে জনগণনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোভিড পরিস্থিতির কারণে আদমসুমারি করা সম্ভব হয়নি। ঠিক সময় জনগণনা না হওয়ার জন্য বিরোধীরা চার বছর ধরে বারবার সুর চড়িয়ে এসেছেন।

২০২৩ সালে যদিও জনগণনা হতে পারে বলে শোনা গিয়েছিল। কিন্তু ভোটের আগে মোদি সরকার তা করতে চাননি। এক কথায় বলা যেতে পারে মোদি সরকারের জমানায় এখনো পর্যন্ত কোন জনগণনা হয়নি। অর্থনীতিবিদদের একটা অংশ বলছে মোদি সরকার এখনো পর্যন্ত যাবতীয় যা যা কর্মসূচি নিচ্ছে বা পরিকল্পনা করছে তা সবটাই ২০২১ সালের তথ্যের উপর ভর করে। ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সরকারি আধিকারিকদের।

গুজরাটে টাটা গোষ্ঠীর এয়ারক্রাফট কমপ্লেক্সেই

তৈরি হবে সি২৯৫ বিমান

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : গুজরাটের ভদোদরায় টাটা গোষ্ঠীর এয়ারক্রাফট কমপ্লেক্সে স্পেনের সংস্থার বিমান সি২৯৫ তৈরি হবে।

এই কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই অনুষ্ঠানে প্রয়াত কোন টাটার প্রতি শ্রদ্ধা জানার তিনি। ভারতীয় বায়ু সেনা ব্যবহারের জন্য সম্প্রতি স্পেন থেকে ১৬ টি সি২৯৫ বিমান দেশে পৌঁছেছে। এবার আরও ৪০ টি বিমান স্পেনের সংস্থা এবং টাটা গোষ্ঠীর সহযোগিতায় ভদোদরার টাটা এয়ারক্রাফট কমপ্লেক্সে তৈরি হবে। টাটা ছাড়াও ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড এবং ভারত ডায়নামিক্স লিমিটেড এবং কয়েকটি বেসরকারি ছোট ও মাঝারি সংস্থা বায়ু সেনা এই প্রকল্পে যুক্ত হবে। প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি এই প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে বলেন " এই প্রজেক্ট রতন টাটার মস্তিষ্কপ্রসূত। উনি কিছুদিন আগেই মারা গিয়েছেন। আজ তিনি আমাদের মধ্যে থাকলে খুশি হতেন। অবশ্য তিনি যেখানেই থাকুন নিশ্চয়ই খুশি হবেন"। সি২৯৫ মূলত পণ্যবাহী বিমান হলেও ছোট রানওয়েতে ওঠারামা করতে সক্ষম। এই বিমান ব্যবহার করার ফলে ভারতীয় সেনার সিকিম, লাদাক ও অরুণাচলের মতো দুর্গম এবং কঠিন প্রাকৃতিক এলাকায় কাজ করতে ভারতীয় সেনার সুবিধা হবে।

ঘর ভাড়া নেব,

একটু বাইরে আসবেন', বাড়ির কর্তা বেরতেই খপ করে তুলে নিয়ে গেল সিবিআই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : "সাহাব, আছেন না কি?" সন্ধ্যা বেলায় বাড়ির বাইরে হাঁকডাক। কিছুটা বিরক্তই হলেন লখনউ সিনিয়র পোস্টাল সুপারিনটেনডেন্টের স্টেনো রাঘবেন্দ্র ওঝা। 'কে', বলে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিলেন তিনি। বাইরে একদল লোক দাঁড়িয়ে, "সাহাব, ঘড় ভাড়া নেব, একটা ব্যবস্থা করে দিন।" 'দাঁড়ান, দাঁড়ান' বলে গায়ে জামা চড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন রাঘবেন্দ্র। প্রতাপগড়ের এসপি জানিয়েছেন, সিবিআই তল্লাশির খবর পুলিশ জানত না। সিবিআই নিজে থেকেই এই অভিযান চালিয়েছে। গ্রেফতারির পর পুলিশকে গোটা বিষয়টা জানানো হয়। ঘটনার পর রাঘবেন্দ্রর

এরপর ৩ পাতায়

মৃত্যুঞ্জয় সরদারের আটটি বইয়ের মধ্যে
কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে
চারটি বই পাওয়া যাচ্ছে।
অন্যান্য বইগুলো সব বিক্রি হয়েছে।

কলেজ স্ট্রিটে
পাওয়া যাচ্ছে বইগুলোর নাম

ঈশ্বরী কথা আর
মাতৃ শক্তি
কলেজ স্ট্রিট
কেশব চন্দ্র স্ট্রিটে,
অশোক পাবলিশিং হাউসে

সুন্দরবন ও
সুন্দরবনবাসি
বর্ণপরিচয় বিল্ডিংয়ে
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরে

কলেজ স্ট্রিট সারাদিন পাবলিকেশনের পাওয়া যাচ্ছে
আর্তনাদ নামের বইটি।
এই বইটি অনলাইনে বুক করলে পোস্ট অফিসে বাড়ি পৌঁছে যাবে।

যোগাযোগ নম্বর ৯৫৬৪৩৮২০৩১

আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বাংলা মাধ্যম)

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

(বালক ও বালিকা পৃথক ক্যাম্পাস)
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি) বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Contact : 9732531171

২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি)

পরীক্ষা কেন্দ্র সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস.হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পরগনা

ফর্ম বিতরণ চলছে (অফলাইনে)

ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩রা নভেম্বর ২০২৪
ভর্তি পরীক্ষার তারিখ : ১০ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ১২টা
ফলাফল প্রকাশিত হবে : ১৭ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার দুপুর ২টা

ফলাফল জানা যাবে www.annoormission.org
এই website notice board-এ

সফল ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক/অভিভাবকা সাক্ষাৎকার ও
ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে ২২শে নভেম্বর থেকে ৩০শে নভেম্বর ২০২৪
ফর্মের মূল্য : ৫০.০০ টাকা

আবাসিক শিক্ষক চাই
বায়োলজি
এমএসসি অনার্স
ও একজন
কম্পিউটার
টিচার লাগবে
সত্বর Resume mail করুন

ফর্ম পাওয়ার জন্য বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন ফর্ম বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে

❖ সরবেড়িয়া আন নূর মিশন
সরবেড়িয়া, এফ.এস. হাট, ন্যাজাট, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৫৬৪০১১৯০৬ / ৯৭৩৪৫৪৯৫০৫

❖ নিউ বিশ্বাস জেরক্স
মুরারীসাহা চৌমাথা, ভেবিয়া, উঃ ২৪ পঃ
মোঃ - ৯৬০৯০৮২৪১৬

❖ আদর্শ শিশু নিকেতন
ভাঙনখালি, (কলতলা মোড়) বাসন্তী, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৮১৪৫২৫০০৮০

❖ সাগরিকা লাইব্রেরী
বিজয়গঞ্জ বাজার, ভাঙ্গর, দঃ ২৪ পঃ মোঃ - ৯৭৩৫২৮০৪০৭

❖ আরফান আলি বিশ্বাস
দেবগ্রাম, কাটোয়া মোড়, নদীয়া মোঃ - ৯১৫৩৯৩২৯০৬

নিখোঁজ নাবালিকাকে উদ্ধার করল তারকেশ্বর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার তিন

বেবি চক্রবর্তী : নিউজ সারাদিন : হুগলী, শুধু ইচ্ছা থাকলেই বড় বড় অপরাধের কিনারা করা যায় তা আবারও প্রমাণ করলো হুগলি জেলার তারকেশ্বর থানার পুলিশ। গত ১৩ ই জুলাই ২০২৪ তারকেশ্বর থানায় এক নাবালিকা নিখোঁজের অভিযোগ জমা পড়ে সেই কেসের সূত্র ধরেই তারকেশ্বর থানার আধিকারিকেরা সন্ধান করে ফেললো এক আন্তর রাজ্য নারী পাচারকারী একটি দলের এবং হাতেনাতে গ্রেপ্তারও করল তিনজন অপরাধীকে এবং উদ্ধার করেন নিখোঁজ নাবালিকাকে। এই সাফল্য পেতে পুলিশকে বেশ বেক পেতে হয়েছিল কিন্তু তারকেশ্বর থানা কোনভাবেই এই কেসের হাল ছেড়ে দেয়নি। হুগলি জেলার এক উচ্চ পদস্থ কর্তা কামনাশীষ সেন সাংবাদিক বৈঠকে এই রমহর্ষক ঘটনার কথা জানান। তিনি বলেন এই পাচার চক্রটি মেয়েদের প্রেমের ফাঁদে কিংবা ভালো কোন কাজের টোপ দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে তাদের পাচার করে দিত। নন্দক কিশোর কুমার যিনি বিহার রাজ্যের ইস্ট চম্পারন এর বাসিন্দা ইনি যে মূল চক্রে পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিকেরা মনে করছেন উক্ত ব্যক্তিকে নদীয়ার কৃষ্ণনগর থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এছাড়াও বাকি দুইজন হল রাহুল রায় ওরফে মিজানুর মন্ডল ও শ্রীরাম রয়। এরা নেপালের বিভিন্ন অরকেসটার গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং বর্তমানে তারা নেপালিই থাকতো। পুলিশ এও জানতে পেরেছে যে অভিযুক্ত রাহুল সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন ফেক আইডি বানিয়ে মহিলাদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রলোভন দেখাতো এবং সুযোগ বুঝে পাচারও করে দিত। অভিযুক্তদের চন্দননগর দায়রা আদালতে তোলা হলে অভিযুক্তদের সাত দিন পুলিশই হেফাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। এই পাচার চক্রের সঙ্গে আরো কেউ জড়িত আছে কিনা তার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

দীপাবলি ও ছটে অশান্তি না ছড়ানোর বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বেবি চক্রবর্তী : কোলকাতা : নিউজ সারাদিন : কালীপুজোর উদ্বোধন শুরু করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার কলকাতার একাধিক কালীপুজোর উদ্বোধনে হাজির ছিলেন তিনি। দীপাবলি ও ছটে অশান্তি না ছড়ানোর বার্তা দিলেন তিনি। এ ব্যাপারে পুলিশ প্রশাসনকে সজাগ থাকারও নির্দেশ দেন।

সোমবার গিরীশ পার্ক ফাইভ স্টার স্টোরিং ক্লাব, জানবাজার সম্মিলিত কালীপুজো সমিতি, ইয়ুথ ফ্রেন্ডস ক্লাব কালীপুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন তিনি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে মমতা বলেন, 'কোনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয়। বাজি নিয়ে কোনও দাঙ্গা-হাঙ্গামা নয়। দীপাবলিতে কোনও অশান্তি নয়।' শান্তি বজায় রেখে উৎসব পালনের বার্তা দেন তিনি।

পাশাপাশি, বাজি নিয়েও সতর্কবার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'বাজি এমন ভাবে পোড়াবেন যাতে কারও ক্ষতি না হয়। পুলিশ প্রশাসন যে ভাবে বলবে সেই ভাবে চলবেন। পরিবেশ বান্ধব বাজি ব্যবহার করুন।' এর ফাঁকেই বিরোধীদের উদ্দেশে নাম না করে মমতা বলেন 'কেউ কেউ বাংলার বদনাম করছে। তাদের বলব বাংলাটাকে নিজের ভাবুন আজও বাংলা যা পারে, তা কেউ পারে না।প্রশাসনের পাশাপাশি পুজো উদ্যোক্তা, ক্লাব, প্রতিটি পাড়ার বাসিন্দাদেরও সজাগ থাকার বার্তা দেন তিনি। মমতা বলেন, 'বাজি আমরা নিশ্চয়ই পোড়াবো। তবে, আমার আনন্দের জন্য যেন অন্যের ক্ষতি না হয়,। প্রশাসনকে যেমন সজাগ থাকতে হবে, তবে একটা সমাজে চলতে গেলে শুধু প্রশাসনকে সজাগ থাকলেই হয় না, পুজোর ক্লাব, পাড়া-প্রতিবেশী সকলকেই সজাগ থাকতে হবে।'

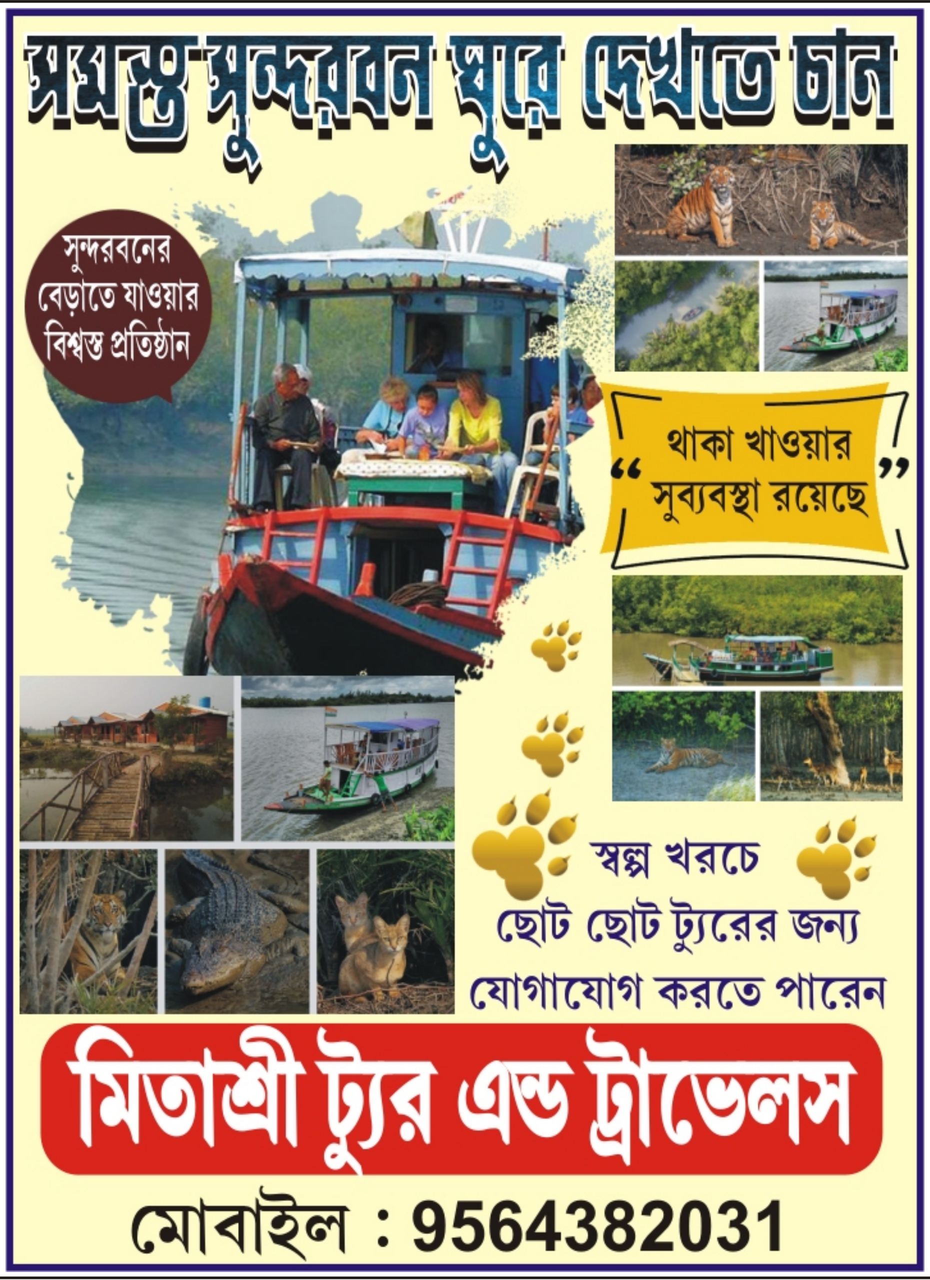

তিরুপতি ইসকন মন্দির বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হবে - মন্দির কর্মচারীর কাছে আসা ইমেইলকে ঘিরে আতঙ্ক

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : আইসিএস জঙ্গিরা বোমা মেরে তিরুপতির ইসকন মন্দির উড়িয়ে দেবে এই হুমকি দিয়ে মন্দিরের এক কর্মচারীর কাছে রবিবার গভীর রাতে একটি মেইল আসে। এই ইমেইলের পরেই মন্দির চত্বরে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। যদিও প্রাথমিক তদন্তের পর কোন বিস্ফোরণ পাওয়া যায়নি বলে জানা গেছে। বোমাতঙ্কের খবর দেশের নানা প্রান্তে ধরে ছড়াচ্ছে। যার সবগুলিই ছিল ভুয়ো। এমনকি গত দু সপ্তাহে ৩৫০ টিরও বেশি বিমানে ভুয়ো বোমাতঙ্কের খবর ছড়ায়। তার ফলে যাত্রীরা আতঙ্কিত হয় এবং ব্যাহত হয় বিমান চলাচল।

বিমানের পর এবার অন্ধপ্রদেশের তিরুপতি মন্দিরে ভুও অব আতঙ্কের খবর ছড়িয়েছে। তিরুপতির তিনটি হোটেলে বোমা রাখার খবর দিন কয়েক আগেই পাওয়া গিয়েছিল। তারফলে আতঙ্কিত হয়ে পরেন পর্যটকরা। এই হোটেল গুলোতেও তল্লাশি চালিয়ে বোমা রাখার কোন খবর পাওয়া যায়নি।

সোমবার সকালে এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই মন্দির চত্বর জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে। মন্দিরে বোম স্কোয়াড এবং পুলিশ কুকুর নিয়ে এসে তল্লাশি চালানো হয়। তিরুপতি মন্দিরে সকালে পুজো দেবার জন্য পুণ্যার্থীদের ভিড় থাকে চোখে পড়ার মতো। এইরকম একটা সময় বোমাতঙ্কের খবরে পুণ্যার্থীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। মন্দির চত্বর খালি করে পুলিশ তল্লাশি চালানোর পর বোমার খোঁজ পাওয়া যায়নি।

আনোয়ার শাহ রোডে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ - অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় দোতলা থেকে ঝাঁপ দিলেন যুবক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমবার সকালে দক্ষিণ কলকাতার প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডের এক বাড়িতে রান্না করার সময় গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ঘিঞ্জি এলাকার আশেপাশে বেশ কয়েকটি বাড়িতে আগুন ছড়িয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। আগুন লাগার পর প্রাণে বাঁচেতে অগ্নিগ্ধ অবস্থায় একজন যুবক দুতলা থেকে ঝাঁপ দেন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে এম আর বাঙুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও দমকল দেরিতে আসার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখান এলাকাবাসীরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন প্রিন্স আরোয়া স্যার রোডের ওই বাড়িতে না করার সময় আচমকায় গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে প্রচন্ড জোরে বিস্ফোরণ হয়। একটি নয়, দুটি সিলিন্ডার ফেটেছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন দমকলের গাড়ি যদি ঠিক সময় মত আসতো তাহলে হয়তো এতটা ক্ষয়ক্ষতি হত না।

চারু মার্কেট থানার অন্তর্গত রানা নস্কর নামে এক যুবক অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় আগুন থেকে বাঁচতে দোতলা থেকে ঝাঁপ দেন। তাকে এম আর বাঙুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। চারু মার্কেট ও গলফগ্রীন থানার পুলিশের মধ্যে টানাপোড়েনের জন্য অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়েও পুলিশ আসেনি। যদিও এই অভিযোগ সাউথ - ইস্ট ডিভিসনের ওসি উড়িয়ে দিয়েছেন।

দানার প্রভাবে প্লাবিত ডেবরার ১০ মৌজা, শুরু দ্রুত বাঁধ মেরামতির কাজ

সন্ন্যাসী কাউরী : ডেবরা : নিউজ সারাদিন : ২৮ অক্টোবর : পুজোর আগেই জল যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেয়েছে মানুষ। সেই ভয়াবহ বন্যার রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও প্লাবিত ডেবরার বিস্তীর্ণ এলাকা। দানার প্রভাবে টানা দুই দিন ধরে বৃষ্টি এবং ভেঙে যাওয়া বাঁধ দিয়ে জল ঢুকে বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা। ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। রবিবার নতুন করে প্লাবিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন ডেবরার জয়েন্ট বিডিও দেবাশীষ বিশ্বাস, ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি প্রদীপ কর সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। বারবার বন্যায় নাজেহাল অসহায় মানুষগুলোর দুর্ভোগ যন্ত্রণার কথা শোনেন তাঁরা। ইতিমধ্যে গোলগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০ টিরও বেশি মৌজা পুনরায় প্লাবিত হয়। জলবন্দী হয়ে পড়েন খাজুরি, বিহারীচক , চকপ্রয়াগ, চকপ্রাণনাথ, দামোদরপুর, অমরপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজন। এলাকার মানুষের দুর্ভোগ যন্ত্রণার কথা শোনার পর দ্রুত বাঁধ মেরামতির উদ্যোগ নেন ব্লক প্রশাসন। ডেবরা র জয়েন্ট বিডিও দেবাশীষ বিশ্বাস এবং পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি প্রদীপ করের তৎপরতায় রবিবার রাত থেকেই শুরু হয় বাঁধ মেরামতির কাজ। সম্প্রতি মেদিনীপুরের ভয়াবহ বন্যায় সব শেষ হয়ে গিয়েছে এলাকার মানুষের। তারপর দানার প্রভাবে বৃষ্টি এবং তার ফলে বন্যায় চরম দুর্ভোগ যন্ত্রণায় পড়তে হয়েছে মানুষকে। মানুষের দুর্ভোগ যন্ত্রণার কথা মাথায় রেখে দ্রুত বাদ মেরামতির কাজ বলে জানান, ডেবরা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি প্রদীপ কর। ডেবরার জয়েন্ট বিডিও দেবাশীষ বিশ্বাস এবং প্রদীপ করের তৎপরতায় দ্রুত কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষজন।

নয়াগ্রামে চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান পুলিশের, গ্রেফতার ১

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম : নিউজ সারাদিন : চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে ফের নয়াগ্রাম থানার পুলিশের সাফল্য। অভিযান চালিয়ে উদ্ধার হলো ১২০ লিটার চোলাই মদ। সোমবার নয়াগ্রাম থানার আই.সি সুদীপ ঘোষালের নেতৃত্বে নয়াগ্রাম ব্লকের মলম সহ একাধিক এলাকায় নয়াগ্রাম থানার পুলিশ চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। ওই গ্রামগুলিতে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রচুর চোলাই মদ নষ্ট করে দেয় পুলিশ। বেআইনিভাবে গজিয়ে ওঠা চোলাই মদের ঠেক গুলিতে

এরপর ৩ পাতায়

বিশ্বের সেরা শিরোপা পেলো কলকাতা শহর

কলকাতা : নিউজ সারাদিন : ভ্রমণ ও অবসর কাটানোর শহর হিসাবে বিশ্বের সেরা ২৫ শহরের মধ্যে ১৯ নম্বরে রয়েছে কলকাতা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার সামাজিক মাধ্যমে নিজেই শেয়ার করেছেন সে খবর।উন্নয়নের দিক থেকে কলকাতার স্থান ১১ নম্বরে। বায়ুর মানের বিচারে দ্বিতীয় সেরা মেট্রো শহরের তকমা পেয়েছে কলকাতা।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'কলকাতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে একাধিক বিশ্বমানের স্বীকৃতি পেয়েছে। এটা অত্যন্ত গর্বের মুহূর্ত। ট্রাভেল + লেজায়ার্স অ্যানুয়েল ওয়ার্ল্ড'স বেস্ট অ্যাওয়ার্ড'স সার্ভে ফর ২০২৪'-এ বিশ্বের মধ্যে ১৯ নম্বর স্থানে রয়েছে কলকাতা। 'স্যাভিলস' গ্রোথ হাবস' ইনডেক্স-এ উত্তরোত্তর বিকাশের নিরিখে বিশ্বের দরবারে ১১ নম্বরে রয়েছে কলকাতা। একইসঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন মেট্রো শহরের বায়ুর মানের দিক থেকে কলকাতা দ্বিতীয় স্থানে।মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিকতার মেলবন্ধন, উন্নয়নের হাতে হাত রেখে এগনো এবং পরিবেশ নিয়ে সচেতনতা এক পংক্তিতে রেখেছে কীভাবে চলা যায় তা এ শহর দেখিয়ে দিয়েছে।

১-ম পাতার পর

রাজ্যসভা ভোটের প্রার্থিতালিকা ঘোষণা করে দিল তৃণমূল

বাড়িতে যায় পুলিশের একটি দল। তাঁরা তদন্ত করেন। তাঁর পরিবারের সদস্যরা পুলিশকে জানান, কয়েকজন অপিচিরত ব্যক্তি লখনউ সিবিআই পরিচয় দিয়ে রাঘবেন্দ্রকে তুলে নিয়ে গিয়েছেন।

বাইরে তখন অনেক লোক। স্যুট, বুট পরে দাঁড়িয়ে। "আপনিই রাঘবেন্দ্র ওঝা?" 'হ্যাঁ, বলুন', নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁদের সামনে দাঁড়ালেন রাঘবেন্দ্র। সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলোর মুখচোখ পাল্টে গেল। একজন এগিয়ে গিয়ে খপ করে রাঘবেন্দ্রর কলার ধরে বলে উঠলেন, "ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট।" এমন কাণ্ড যে ঘটতে পারে স্বপ্নেও ভাবেননি রাঘবেন্দ্র, হকচকিয়ে গিয়েছেন তিনি। বাড়ির লোকেরার কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিছুক্ষণ পর সম্বিত ফিরতেই, রে-রে করে উঠলেন তাঁরা। "ব্যাপারটা কী? কে আপনারা?" একজন এগিয়ে এসে পরিচয়পত্র দেখালেন। লখনউ সিবিআই।উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ের সেনানি নগরের বাসিন্দা রাঘবেন্দ্র ওঝা। পেশায় লখনউ সিনিয়র পোস্টাল সুপারিনটেনডেন্টের স্টেনো। শুক্রবার রাত ৮টা নাগাদ চারটি গাড়িতে প্রায় এক ডজন সিবিআই অফিসার পৌঁছন সেনানি নগরে। প্রথমে রাঘবেন্দ্রর প্রতিবেশীদের কাছে বাড়ি ভাড়া পাওয়া যাবে কি না খোঁজখবর নেন। তারপর পৌঁছন রাঘবেন্দ্রর বাড়িতে। ঘর ভাড়া নেওয়ার অছিলায় তাঁকে বাড়ির বাইরে টেনে আনেন। তারপর গ্রেফতার। এই ঘটনায় হইচই পড়ে গিয়েছে এলাকায়। অভিযোগ, রেইডের আগে স্থানীয় থানাকেও জানায়নি সিবিআই।চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত মামলায় গ্রেফতারি বলে সন্দেহ: প্রতাপগড়ে সিবিআই দল প্রথমে মোহনগঞ্জ এলাকা থেকে অনিল কুমারকে আটক করে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের পর লখনউ সিনিয়র পোস্টাল সুপারিনটেনডেন্টের স্টেনো রাঘবেন্দ্র ওঝাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়। জানা যাচ্ছে, দু'জনকেই গ্রেফতার করে লখনউ নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সূত্র মারফত খবর মিলেছে, চুক্তি ভিত্তিক কর্মী নিয়োগের সময় কয়েকজন প্রার্থীর কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠে অনিল কুমারের বিরুদ্ধে। তিনি মোহনগঞ্জ সাব পোস্ট অফিসের ডাক সহকারী পদে কর্মরত। কিন্তু কারও চাকরি হয়নি। এখন তাঁরা টাকা ফেরত চাইছেন। কিন্তু অনিল কুমার টাকা ফেরত দেননি। এরপরই ওঠে দুর্নীতির অভিযোগ। মামলার তদন্ত শুরু করে সিবিআই।

২ পাতার পর

নয়াগ্রামে চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান পুলিশের, গ্রেফতার ১

এদিন নয়াগ্রাম থানার পুলিশ গিয়ে তল্লাশি অভিযান চালায়। তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ১২০ লিটার চোলাই মদ ও ৬০০ লিটার চোলাই মদ তৈরির উপকরণসহ উদ্ধার করে নষ্ট করে দেওয়া হয়।যার বাজার মূল্য আনুমানিক কয়েক লক্ষ টাকা। পুলিশ অভিযান চালানোর সময় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বলে জানা গেছে। উপস্থিত ছিলেন নয়াগ্রাম থানার আই.সি সুদীপ ঘোষাল সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশের এই অভিযানে খুশি সাধারণ মানুষ।

নীতীশের বৈঠকে প্রথম সারিতে জায়গা পেলেন না মোদির মন্ত্রী

পটনা: নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহের 'হিন্দু স্বাভিমান যাত্রা' যে ভাল চোখে দেখেননি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, তার প্রমাণ মিলল। সোমবার (২৮ অক্টোবর) পটনায় মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে বৈঠকে বসেছিলেন এনডিএ'র শরিক দলের নেতারা। ওই বৈঠকে প্রথম সারিতে জায়গা হল না কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহের।কিন্তু মোদির মন্ত্রীর ওই কর্মসূচি যে ভালভাবে মেনে নেননি জেডিইউ সুপ্রিমো নীতীশ, তা এদিনের বৈঠকেই স্পষ্ট। মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে এনডিএ'র শরিক দলগুলির নেতাদের বৈঠকের যে ছবি প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে প্রথম সারিতে রয়েছেন স্বয়ং নীতীশ কুমার এবং তাঁর দুই ডেপুটি তথা বিজেপি নেতা সম্রাট চৌধুরী এবং বিজয় কুমার সিংহ। প্রথম সারিতে জায়গা পেয়েছিলেন জেডিইউয়ের জাতীয় সভাপতি সঞ্জয়কুমার ঝা, সহযোগী দল হিন্দুস্থান আওয়াম মোর্চার রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ সন্তোষ কুমার সুম, রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চার সভাপতি উপেন্দ্র কুশয়াহা এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ জয়সোয়াল।চুনোপুঁটি নেতাদের সঙ্গে দ্বিতীয় সারিতেই ব্যাজার মুখে বসতে হয়েছে তাঁকে। যদিও প্রথম সারিতে জায়গা না পাওয়া নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সতীর্থ।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে গিরিরাজ সিংহের কোনও কালেই তেমন বনিবনা নেই। সম্প্রতি হিন্দুত্বের আবেগে সুড়সুড়ি দিতে 'হিন্দু স্বাভিমান যাত্রা'র আয়োজন করেছিলেন কট্টর হিন্দুত্ববাদী হিসাবে পরিচিত গিরিরাজ সিংহ। ওই যাত্রা নিয়ে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে নিজের আপত্তির কথা জানিয়েছিলেন নীতীশ। আর তার পরেই গিরিরাজের কর্মসূচি থেকে দূরেই ছিলেন বিজেপির রাজ্য নেতারা। এমনকি 'হিন্দু স্বাভিমান যাত্রা'র সঙ্গে পদ্ম শিবিরের কোনও যোগ নেই বলেও জানানো হয়েছিল। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, 'আগামী বছর বিহারের বিধানসভা ভোটে যাতে নীতীশের জেডিইউয়ের সহযোগিতা নিয়ে সরকার গঠন করতে না হয়, তার জন্যই হিন্দু ভোট সংগঠিত করার নির্দিষ্ট কৌশল নিয়েই হিন্দু স্বাভিমান যাত্রায় বের হয়েছিলেন গিরিরাজ সিংহ।'

এখনো ভারতে অবৈধভাবে ঢুকছে বাংলাদেশিরা, কড়া মন্তব্য আসামের মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অবৈধভাবে বাংলাদেশি নাগরিকরা ভারতে প্রবেশ করছে। এসব অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। রবিবার (২৭ অক্টোবর) রাতে এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি।

আসামের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে বাংলাদেশের হিন্দুরা ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করবে, এমন আশঙ্কা করা হলেও যাদেরকে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে শনাক্ত করা হচ্ছে, তাদের বেশিরভাগই রোহিঙ্গা মুসলমান।

বিশ্ব শর্মা বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধে আসাম এবং ত্রিপুরা একসঙ্গে কাজ করছে। এ বিষয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গকেও কঠোর

এরপর ৪ পাতায়

আয়ুষ্মান ভারত পিএম-জেএওয়াই প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রী ৭০ বছর এবং তার বেশি বয়সী প্রবীণ নাগরিকদের এই বীমা প্রকল্পে যুক্ত করার কর্মসূচির সূচনা করবেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ধন্বন্তরী জয়ন্তী এবং নবম আয়ুর্বেদ দিবস উপলক্ষে ২৯ অক্টোবর বেলা ১২-৩০ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদ-এ স্বাস্থ্যক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ১২,৮৫০ কোটি টাকার একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্ল্যাগশিপ আয়ুষ্মান ভারত পিএম-জেএওয়াই প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রী ৭০ বছর এবং তার বেশি বয়সী প্রবীণ নাগরিকদের এই বীমা প্রকল্পে যুক্ত করার কর্মসূচির সূচনা করবেন। এর ফলে, সমস্ত প্রবীণ নাগরিক স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা পাবেন, তাঁদের আয়ের পরিমাণ এই পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

দেশজুড়ে উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে প্রধানমন্ত্রী বদ্ধপরিকর। তাই, স্বাস্থ্যক্ষেত্রের পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য তিনি বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন।

শ্রী মোদী ভারতের প্রথম অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ আয়ুর্বেদের দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্বোধন করবেন। নতুন এই অংশে একটি পঞ্চকর্ম হাসপাতাল, আয়ুর্বেদ ওষুধ তৈরির জন্য একটি কেন্দ্র, ক্রীড়াক্ষেত্রে ব্যবহৃত ওষুধ, একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, তথ্যপ্রযুক্তি ও স্টার্ট-আপ-এর জন্য ইনকিউবেশন সেন্টার এবং একটি ৫০০ আসনবিশিষ্ট প্রেক্ষাগৃহ রয়েছে। তিনি মধ্যপ্রদেশের মন্দসৌর, নীমুচ এবং সেওনিতে তিনটি মেডিকেল কলেজের উদ্বোধন করবেন। এছাড়াও, হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুরে, পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীতে, বিহারের পাটনায়, উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরে, মধ্যপ্রদেশের ভোপালে, আসামের গুয়াহাটিতে এবং নতুন দিল্লির এইমস-এ বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবার উদ্বোধন করবেন। এর মধ্যে জন ঔষধি কেন্দ্র রয়েছে। তিনি ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে সরকারি মেডিকেল কলেজে একটি সুপার স্পেশালিটি ব্লক এবং ওড়িশার বরগড়-এ একটি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক উদ্বোধন করবেন।

প্রধানমন্ত্রী মধ্যপ্রদেশের শিবপুরী, রতলম, খান্ডোয়া, রাজগড় এবং মন্দসৌরে পাঁচটি নার্সিং কলেজের শিলান্যাস করবেন। এছাড়াও হিমাচল প্রদেশে, মণিপুর, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু এবং রাজস্থানে আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো প্রকল্পের আওতায় ২১টি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লকের শিলান্যাস করা হবে । শ্রী মোদী হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুর এবং নতুন দিল্লির এইমস-এ বেশ কিছু পরিষেবার সূচনাও করবেন।

প্রধানমন্ত্রী মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে একটি ইএসআইসি হাসপাতালের উদ্বোধন করবেন। এছাড়াও হরিয়ানার ফরিদাবাদ, কর্ণাটকের বোম্মাসান্দ্রা ও নরসাপুর, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর, উত্তরপ্রদেশের মীরাট এবং অন্ধ্রপ্রদেশের অচ্যুতপুরমে বেশ কয়েকটি ইএসআইসি হাসপাতালের শিলান্যাস করবেন তিনি। এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে ইএসআই প্রকল্পের ৫৫ লক্ষ সুবিধাভোগী উপকৃত হবেন।

প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহারকে আরও উদ্ভাবনমূলক করে তোলার পক্ষে সর্বদাই আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পরিষেবাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে তিনি ১১টি টার্শিয়ারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ড্রোন পরিষেবার সূচনা করবেন। এই কেন্দ্রগুলি হল উত্তরাখণ্ডের ঋষিকেশ, তেলেঙ্গানার বিবিনগর, আসামের গুয়াহাটি, মধ্যপ্রদেশের ভোপাল, রাজস্থানের যোধপুর, বিহারের পাটনা, হিমাচল প্রদেশের বিলাসপুর, উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলি, ছত্তিশগড়ের রায়পুর এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মঙ্গলগিরির এইমস ও মণিপুর ইম্ফল রিমস। এছাড়াও, ঋষিকেশ এইমস থেকে হেলিকপ্টারের সাহায্যে জরুরি চিকিৎসা পরিষেবার সূচনাও করা হবে। ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার প্রয়োগের মাধ্যমে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের মানোন্নয়নের জন্য শ্রী মোদী ট-ডওঘ পোর্টালের সূচনা করবেন। এর ফলে গর্ভবতী মহিলা ও সদ্যোজাতদের টিকাকরণের প্রক্রিয়াটি ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার আওতায় আসবে। ফলস্বরূপ, গর্ভবতী মহিলা এবং ১৬ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক নাবালক ১২টি টিকাকরণ প্রকল্পের আওতায় আসবে। নতুন এই পোর্টাল তাদের সঠিক সময়ে টিকাদান নিশ্চিত করবে। এছাড়াও, স্বাস্থ্যক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত পেশাদার ও প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য আরও একটি পোর্টালের সূচনা করা হবে। এই পোর্টালে সংশ্লিষ্টদের বিষয়ে সমস্ত তথ্য সঞ্চিত থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্যক্ষেত্রের গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য আরও শক্তিশালী পরিকাঠামো গড়ে তুলতে একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা করবেন। এর আওতায় ওড়িশার ভুবনেশ্বরের গোঠাপাটনায় একটি সেন্ট্রাল ড্রাগস টেস্টিং ল্যাবরেটরির উদ্বোধন করা হবে।

শ্রী মোদী ওড়িশার খোরদায় এবং ছত্তিশগড়ের রায়পুরে যোগ ও প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে চিকিৎসার জন্য দুটি কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের শিলান্যাস করবেন। এছাড়াও তিনি চিকিৎসা সরঞ্জামের জন্য গুজরাটের আমেদাবাদ নাইপার, বিপুল পরিমার্ণে ওষুধ উৎপাদনের জন্য তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদ নাইপার, ফাইটোফার্মাসিউটিক্যালের জন্য আসামের গুয়াহাটি নাইপার এবং ব্যাক্টেরিয়া প্রতিরোধী, ভাইরাল প্রতিরোধী ওষুধের উদ্ভাবন ও গবেষণার জন্য পাঞ্জাবের মোহালি নাইপারে উৎকর্ষ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

প্রধানমন্ত্রী চারটি আয়ুষ উৎকর্ষ কেন্দ্রের সূচনা করবেন। এগুলি ব্যাঙ্গালোরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এ ডায়াবেটিস সংক্রান্ত রোগ চিকিৎসাকেন্দ্র, দিল্লি আইআইটি-তে আয়ুষ সংক্রান্ত গবেষণা, স্টার্ট-আপ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সহায়তাদান এবং রসৌষধির জন্য কেন্দ্র, লক্ষ্ণৌ-এ সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউটে চিরায়ত আয়ুর্বেদ ওষুধের গবেষণা কেন্দ্র এবং নতুন দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ুর্বেদ সংক্রান্ত ওষুধ কেন্দ্রে গড়ে উঠেছে।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে মেক ইন ইন্ডিয়া কর্মসূচিকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে প্রধানমন্ত্রী পাঁচটি কেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সরঞ্জাম এবং প্রচুর পরিমাণে ওষুধ উৎপাদনের জন্য উৎসাহ-ভিত্তিক উৎপাদন প্রকল্পের আওতায় এই কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছে। এই কেন্দ্রগুলি গুজরাটের বাপি, তেলেঙ্গানার হায়দরাবাদ, কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু, অন্ধ্রপ্রদেশের কাঁকিনাড়া এবং হিমাচল প্রদেশের নালাগড়ে অবস্থিত। এখান থেকে অঙ্গ প্রতিস্থাপন এবং জটিল অসুখে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম উৎপাদন করা হবে। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলিতে নানা ধরনের ওষুধ প্রস্তুত করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী দেশজুড়ে "দেশ কা প্রকৃতি পরীক্ষণ অভিযান"-এর সূচনা করবেন। নাগরিকদের মধ্যে স্বাস্থ্যের বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলাই এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও, বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের উপযোগী জলবায়ু পরিবর্তন এবং জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত একগুচ্ছ প্রকল্পের সূচনা করা হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' (১১৫ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

পরবর্তী অংশ

বহু শ্রোতা বলেছেন যে এই বিষয়ে এই অনুষ্ঠানে অবশ্যই আলোচনা করা উচিৎ।

আসুন, আমি আপনাদের বলি এই fraud-করা গ্যাংগুলি কী ভাবে কাজ করে এবং এই বিপজ্জনক গেমটি কী? আপনারও যেমন এই বিষয়টি বোঝা জরুরি, তেমনই অন্যদেরও এর ব্যপারে জানাটা ততটাই আবশ্যক। প্রথম চাল, এরা আপনার সমস্ত ব্যক্তিগত তথ্য জোগাড় করে রাখেন- "আপনি আগের মাসে গোয়া গেছিলেন না? আপনার মেয়ে দিল্লিতে পড়াশোনা করে না? এরা আপনার এত ব্যক্তিগত তথ্য জোগাড় করে রাখেন যে তার পরিমাণ জানলে আপনি থ হয়ে যাবেন।

দ্বিতীয় চাল- ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করো, উর্দি, সরকারি দপ্তরের set-up, আইনের নানা ধারা, এঁরা phone-এ বার্তালাপের মাধ্যমে আপনাকে এতটাই ভয় পাইয়ে দেবেন যে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। এবং এরপর এঁদের তৃতীয় চাল শুরু হয়। তৃতীয় চাল- সময়ের চাপ। "এখনি আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে নইলে আপনাকে গ্রেফতার হতে হবে,"- এঁরা প্রতারিত ব্যক্তিদের উপর এতটাই মনস্তাত্বিক চাপ সৃষ্টি করেন যে তাঁরা ভীষণ রুপে ভীত হয়ে যান।

Digital arrest-এর শিকার যাঁরা হয়েছেন তাঁদের মধ্যে সমাজের প্রতিটি শ্রেণির, প্রতি বয়েসের মানুষ রয়েছেন। মানুষ কেবল ভীতির কারণে নিজেদের পরিশ্রমে রোজগার করা লক্ষ-লক্ষ টাকা খুইয়ে ফেলেছেন। কোন সময়ে আপনার কাছে এরকম call এলে আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনার জেনে রাখা জরুরি যে কখনোই কোন তদন্তকারী agency, phone call বা video call-এর মাধ্যমে এই ধরণের জেরা কখনই করে না। আমি আপনাদের digital সুরক্ষার তিনটি স্তর কী কী জানাব এখন। এই তিনটি স্তর হল- "থামো, ভাবো, action নাও"। Call এলে, থামো, ঘাবড়াবেন না, শান্ত থাকুন, তাড়াহুড়োয় কোন পদক্ষেপ নেবেন না, কাউকে নিজের ব্যক্তিগত তথ্য দেবেন না, সম্ভব হলে screenshot নেবেন ও recording অবশ্যই করবেন। এরপর আসে দ্বিতীয় স্তর। প্রথম স্তর ছিল, থামো, দ্বিতীয় স্তর, ভাবো। কোন সরকারি agency phone-এ এরকম ধমক দেয় না, না তারা video call-এর মাধ্যমে জেরা করে, না তারা এরকম ভাবে টাকা চায়, যদি ভয় দেখায়, মনে করবেন কোন গোলমাল আছে। এই গেল প্রথম স্তর, দ্বিতীয় স্তর, এবার আপনাদের আমি তৃতীয় স্তর কী সেটা বলব।

প্রথম স্তরে আমি বললাম 'থামো', দ্বিতীয় স্তরে আমি বললাম 'ভাবো', তৃতীয় স্তরে বলছি 'action নাও'।

রাষ্ট্রীয় সাইবার হেল্পলাইন ১৯৩০ ডায়াল করুন, cybercrime.gov.in-এ রিপোর্ট করুন, পরিবার ও পুলিশকে সবটা জানান, তথ্য প্রমাণ নিজের কাছে সুরক্ষিত রাখুন। 'থামো', এরপর 'ভাবো' এবং শেষে 'action নাও', এই তিনটি স্তর আপনার digital সুরক্ষার রক্ষক হিসেবে কাজ করবে।

বন্ধুরা, আমি আবার বলবো যে digital arrest বলে কোনো ব্যবস্থাই আমাদের আইনে নেই। এটা কেবল মাত্র একটা fraud, একটা জোচ্চুরি, একটা মিথ্যে, শয়তানদের দুর্নীতি আর যে সব মানুষ এই ধরণের কাজ করে, তারা সমাজের শত্রু। Digital arrest এর নামে যে সব জালিয়াতি চলছে তার মোকাবেলা করার জন্য বিভিন্ন তদন্তকারী agency রাজ্য সরকার এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে। এই agency-গুলির মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখতে National Cyber Coordination Centre নামে একটি সংস্থার গঠন করা হয়েছে। Agency র দ্বারা এই ধরণের ছল চাতুরী করা হাজার হাজার video calling ID ,লি কে ব্লক করা হয়েছে। লক্ষ্য লক্ষ্য sim card, mobile phone Avi bank account ও block করা হয়েছে। Agency নিজেদের কাজ ঠিকই করছে কিন্তু digital arrest এর নামে যে scam টা চলছে তার থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়ে হলো - প্রত্যেকটি ব্যক্তির সচেতনতা, প্রত্যেক নাগরিকের সচেতনতা। যারা এই ধরণের পুনবৎ fraud এর শিকার হয়েছেন তারা আশে পাশের মানুষ কে সাবধান করুন। আপনারা সচেতনতার বৃদ্ধির জন্য #safedigitalindia র প্রয়োগ করতে পারেন। আমি

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
৪ বর্ষ ২৯১ সংখ্যা ২৯ অক্টোবর, ২০২৪ মঙ্গলবার ১২ কার্তিক, ১৪৩১

৩ পাতার পর

এখনো ভারতে অবৈধভাবে ঢুকছে বাংলাদেশিরা, কড়া মন্তব্য আসামের মুখ্যমন্ত্রীর

অবস্থানে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

তিনি বলেন, দুই মাস ধরে প্রতিদিনই আমরা আমাদের রাজ্যে একজন অথবা একদল বিদেশি আটকের ঘটনা ঘটছে। আমার কথা হলো- ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে ত্রুটিপূর্ণ সীমানার কারণে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, কিছু লোক এখনো আমাদের দেশে আসছেন। গত দুই মাসে আসাম ও ত্রিপুরায় বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করা ১৩৮ জনের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই ধরনের অনুপ্রবেশ এড়াতে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোকে অবশ্যই সতর্ক থাকার আহ্বান জানান আসামের মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ থেকে আমাদের দেশে অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে রাজ্যগুলোকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। আসাম ও ত্রিপুরা এই বিষয়ে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। আমি আশা করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও এ বিষয়ে বিএসএফকে সহযোগিতা করার ও অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করার কাজ শুরু করবে।

তিনি জানান, ত্রিপুরা ও আসাম কর্তৃপক্ষ কয়েকজন বিদেশিকে শনাক্ত করছে। আমরা বিএসএফের সঙ্গে সমন্বয় করে অনুপ্রবেশ রোধে কাজ করছি। কখনো কখনো যৌথ অভিযানের মাধ্যমে, কখনো বিএসএফ, আবার কখনো রাজ্য পুলিশের মাধ্যমে অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করা হচ্ছে। প্রতিটি রাজ্য সরকারকে অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে ও অবশ্যই বিএসএফের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে হবে। ত্রিপুরা ও আসামের মতো যদি পশ্চিমবঙ্গ সরকারও অনুপ্রবেশকারীদের শনাক্ত করা শুরু করে, তাহলে পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসবে।

সম্পাদকীয়

পরীক্ষা দিতে আসা ছাত্রলীগ নেত্রীকে বিবস্ত্র করে মারধর, নীরব দর্শক পুলিশ

অপরাধ মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বিশ্বাস আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নেতা মানা। সেই অপরাধেই রবিবার রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজে পরীক্ষা দিতে আসা এক ছাত্রলীগ নেত্রীকে বিবস্ত্র করে মারধর করল বিএনপির মহিলা শাখার সমর্থকরা। গোটা ঘটনাই ঘটল সেনাবাহিনী ও পুলিশের সদস্যদের সামনে।এমনকি পরনের জামা কাপড় ছিড়ে ফেলে বিবস্ত্র করা হয়। খবর পেয়ে কলেজে পৌঁছয় পুলিশ ও সেনা সদস্যরা। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে পিয়াকে গ্রেফতার করে। বিবস্ত্র অবস্থাতেই পিয়াকে কলেজ থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করা হয়। তখনই ছাত্রলীগ নেত্রী শ্লোগান দেন, 'মুজিব তোমার স্মরণে, ভয় করি না মরণে', 'জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু'। আর ওই শ্লোগান শুনে পুলিশের সামনে ফের পিয়াকে বেধড়ক মারধর করেন বিএনপির মহিলা নেত্রীরা।বেধড়ক মার খেয়েও প্রহৃত ছাত্রলীগ নেত্রী শ্লোগান দিলেন 'মুজিব তোমার স্মরণে, ভয় করি না মরণে', 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু'। মারধরের পরে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টে প্রহৃত ছাত্র লীগ নেত্রীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ওই ন্যক্কারজনক ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হতেই নিন্দার ঝড় উঠেছে। ছাত্রলীগ নেত্রীকে বিবস্ত্র করে মারধরের নিন্দা না করে সমর্থন জানিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেস সচিব তথা নব্য 'রাজাকার' বাহিনীর শীর্ষ নেতা শফিকুল আলম।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন পরীক্ষা দিতে রাজশাহী মহিলা কলেজে এসেছিলেন জান্নাতুল ফেরদৌস ওরফে পিয়া নামে এক ছাত্রলীগ নেত্রী। তিনি রাজশাহী কলেজের ডিগ্রি পাস কোর্সের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। তাছাড়া রাজশাহী মহানগর ছাত্রলীগের পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক পদে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে গত ৭ সেপ্টেম্বর রাজশাহী কলেজের ইসলামের ইতিহাস (সম্মান) প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী তথা জামায়াতের ছাত্র সংগঠন রুহুল আমিন বিস্ফোরক আইনে মামলা করেন। এদিন পরীক্ষা দিতে কলেজে আসেন পিয়া। ওই খবর পেয়েই বিএনপির সন্ত্রাসীরা কলেজে হাজির হন। পরীক্ষা চলাকালীন বিএনপির দুই মহিলা নেত্রী শ্রেণিকক্ষে ঢুকে যান। সরাসরি গিয়ে জান্নাতুল ফেরদৌসকে চড় মারতে থাকেন এক নেত্রী। তখন প্রতিবাদ জানিয়ে পিয়া জানতে চান, 'আমার অপরাধ কী?' এর পরেই অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ দিয়ে মারতে শুরু করেন বিএনপির দুই নেত্রী। চুলের মুঠি ধরে মেঝেতে ফেলে দেওয়া হয় পিয়াকে।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সপ্তম পর্ব)

গির্জা ইত্যাদি নির্মাণ করে কয়েকটি ক্ষুদ্রগ্রামকে শহরে পরিণত করছে। কিন্তু কালীঘাট মন্দির সে সময় বিখ্যাত হলেও তার পুরনো জীর্ণ অবস্থার তখনও সংস্কার হয় নি।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে নবাব সিরাজদ্দৌল্লা পরাজিত ও নিহত হলেন। রাজা নবকৃষ্ণ ইংরেজদের শুভানুধ্যায়ী ও লর্ড ক্লাইভের পরামর্শদাতা ছিলেন। যে কোন কারণেই হোক নবকৃষ্ণ এই সময় প্রচুর বিত্তশালী হয়েছিলেন।

১৭৬৫, ১লা আগস্ট দিল্লির বাদশাহ শাহ আলমের কাছ থেকে লর্ড

ক্লাইভ বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করেন। নবাবী শাসনের নামমাত্র অস্তিত্ব থাকে। সেই উপলক্ষে রাজা নবকৃষ্ণ মা কালীকে সোনার মুণ্ডমালা দান করেছিলেন।

মা কালী সহ গোটা মন্দির ও মন্দির চত্বরটি গড়ে উঠেছিল মানুষের দানে, শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে হুজুরিমল বলে এক পাঞ্জাবী বক্সার যুদ্ধে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যথেষ্ঠ উপকার করেন। হুজুরিমলের এই সহায়তার জন্য কোম্পানী তাঁকে পুরস্কৃত করতে চাইলে তিনি কালীঘাটের মধ্যে ১২ বিঘে জমি প্রার্থনা করলেন। কোম্পানী তাঁর ইচ্ছে পূরণ করেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা রাখতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মন্দির সংলগ্ন আদিগঙ্গার ঘাটটি বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন।

এবার আসি বর্তমান মন্দির নির্মাণের ইতিবৃত্তে।

শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষন পলাশীর যুদ্ধের পর প্রচুর ধনশালী ও প্রতিষ্ঠাবান হওয়াতে সে কালের কিছু বনেদী ধনী মানুষদের চক্ষুশূল হন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মহারাজের প্রতিবেশী চূড়ামণি দত্ত। সব সময়ই তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে টেক্কা দিতে চেষ্টা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত' (১১৫ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

দেশের school আর কলেজগুলিকেও অনুরোধ করবো যাতে তারা cyber scam এর বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি উদ্যোগে, ছাত্রদের ও শামিল করেন। সমাজের প্রত্যেকের সহযোগিতা থাকলেই আমরা এই সংকটজনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারবো।

আমার প্রিয় দেশবাসী, আমাদের বহু স্কুল পড়ুয়ারা calligraphy বা সুলিখন-এ বিশেষ আগ্রহী। এর মাধ্যমে আমাদের লেখনী স্বচ্ছ, সুন্দর ও আঁকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। আজ জম্মু-কাশ্মীর এ স্থানীয় সংস্কৃতিকে জনপ্রিয় করার জন্য এটির প্রয়োগ করা হচ্ছে। এখানে অনন্তনাগের বাসিন্দা ফিরদৌসা বসির জি calligraphy-তে দক্ষ। তিনি এর মাধ্যমে স্থানীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন। ফিরদৌসা জির calligraphy, স্থানীয় বাসিন্দা, বিশেষ করে, যুবাদের আকৃষ্ট করেছে। এরকমই একটি প্রচেষ্টা উধমপুরের গোরীনাথজিও করছেন। এক শতকেরও বেশি পুরোনো সারেঙ্গীর মাধ্যমে উনি ডোগরা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিভিন্ন রূপ সংরক্ষণ করতে বদ্ধপরিকর। সারেঙ্গীর সুরের সাহায্যে তিনি নিজের সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন প্রাচীন কাহিনী ও ঐতিহাসিক ঘটনাকে আকর্ষণীয় ভাবে বর্ণনা করেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আপনারা এমন অনেক অসাধারণ মানুষ পাবেন যারা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। ডি. ব্যয়কুণ্ঠাম বিগত প্রায় ৫০ বছর ধরে চেরিয়াল ফোক আর্ট কে জনপ্রিয় বানানোর কাজে যুক্ত। তেলেঙ্গানার সঙ্গে জড়িত এই কলা কে আগে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ওনার প্রচেষ্টা বড়ই অদ্ভুত। চেরিয়াল পেইন্টিং তৈরি করার প্রক্রিয়া সত্যিই অনন্য। এটি একটি স্ক্রল এর মাধ্যমে গল্পকে উপস্থাপন করে। এতে আমাদের ইতিহাস আর মাইথলজির সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরের বুটলুরাম মাথরাজি অবুঝমারিয়া জনজাতির লোকশিল্প কে সংরক্ষণ করার জন্য কাজ করছেন। বিগত চার দশকে উনি নিজের এই মিশনের কাজে লেগে আছেন। ওনার এই শিল্প বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও এবং স্বচ্ছ ভারত এর মত অভিযানের সঙ্গে মানুষকে যুক্ত করার জন্য অনেক কার্যকরী ছিল।

বন্ধুরা এখন আমরা কথা বলছি কিভাবে কাশ্মীরের উপত্যকা থেকে ছত্তিশগড়ের জঙ্গল পর্যন্ত আমাদের কলা এবং সংস্কৃতি নতুন নতুন রং বিকিরণ করছে, কিন্তু এই কথাটা এখানেই শেষ হয় না। আমাদের এই শিল্প-সংস্কৃতির সুগন্ধ দূর দূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ ভারতীয় কলা এবং সংস্কৃতি দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হচ্ছেন। যখন আমি আপনাদের উধমপুরের সারেঙ্গীর সুরের মূর্ছনার কথা বলছিলাম, তখন আমার মনে পড়ল যে কিভাবে হাজার মাইল দূরে রাশিয়ার শহর যাকুটস্ক-এ ভারতীয় কলার সুমধুর সুর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ভেবে দেখুন, শীতকালের একুআধ দিন, মাইনাস ৬৫ ডিগ্রী তাপমাত্রা, চারদিকে সাদা বরফের চাদর আর তারই মধ্যে সেখানে একটা ঃযবধঃৎব এ দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম দেখছে। আপনি কি চিন্তা করতে পারছেন বিশ্বের সবচেয়ে শীতলতম শহর ইয়াকুটস্কে, ভারতীয় সাহিত্যের উষ্ণতা! এটা কোন কল্পনা নয়, সত্যি- আমাদের সবাইকে গর্বে এবং আনন্দে পরিপূর্ণ করে তোলার মত সত্যি।

বন্ধুরা, কয়েক সপ্তাহ আগে, আমি খধড়ং এ গিয়েছিলাম। এটি ছিল নবরাত্রির সময় এবং সেখানে আমি আশ্চর্যজনক কিছু দেখলাম। স্থানীয় শিল্পী "ফলক ফলম" পরিবেশন করছিলেন -'Laos-এর রামায়ণ'। ওঁনার চোখে দেখলাম সেই একই ভক্তি, ওঁনার কণ্ঠে সেই একই সমর্পণ, যা রামায়ণের প্রতি আমাদের মনে আছে । একইভাবে, কুয়েতে শ্রী আবদুল্লা অল-বরুন রামায়ণ ও মহাভারতকে আরবি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এই কাজ শুধুমাত্র একটি অনুবাদ নয়, বরং দুটি মহান সংস্কৃতির মধ্যে একটি সেতুবন্ধনের মত। ওঁনার এই প্রচেষ্টা আরব জগতে ভারতীয় সাহিত্যের একটি নতুন ধারণা বিকশিত করছে। পেরু থেকে আরেকটি অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণ হল এরলিন্ডা গার্সিয়া (Erlinda Garcia) সেখানকার যুবাদের ভরতনাট্যম শেখাচ্ছেন এবং মারিয়া ভালদেজ (Maria Valdez) ওড়িশি নৃত্যের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। এই নৃত্যশৈলীগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'ভারতীয় শাস্ত্রীয় নৃত্য' দক্ষিণ আমেরিকার অনেক দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

বন্ধুরা, বিদেশের মাটিতে ভারতের এই উদাহরণগুলি দেখায় যে ভারতীয় সংস্কৃতির শক্তি ঠিক কতটা বিস্ময়কর, যা ক্রমাগত বিশ্বকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে রেখেছে।

"যেখানে যেখানে শিল্প, সেখানে সেখানে ভারত"

"যেখানে যেখানে সংস্কৃতি,, সেখানে সেখানে ভারত"

আজ বিশ্বের মানুষ ভারতকে জানতে চায়, ভারতের মানুষকে জানতে চায়। তাই আপনাদের সবাইকে অনুরোধ, আপনারা আশেপাশের এমন সাংস্কৃতিক উদ্যোগগুলিকে #CulturalBridges এর সাথে শেয়ার করুন। 'মন কি বাত'-এ আমরা এমন উদাহরণ নিয়ে আগামী দিনেও আলোচনা করবো।

আমার প্রিয় দেশবাসী, দেশের বেশির ভাগ অঞ্চলে শীতের মরশুম শুরু হয়ে গিয়েছে, কিন্তু Fitness-এর passion, Fit India-র spirit- তাকে কোনো মরশুম প্রভাবিত করতে পারে না। যার Fit থাকার অভ্যেস, সে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কিছুই দেখে না। আমি খুশী যে এখন সবাই Fitness নিয়ে অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠেছেন। আপনিও দেখছেন, আপনার আশেপাশে পার্কে লোকজনের সংখ্যা বেড়েছে। পার্কে বয়স্কদের হাঁটতে দেখে, যুব ও যোগব্যায়ামরত পরিবারকে দেখতে আমার ভালো লাগে। মনে পড়ে, যখন আমি যোগ দিবসে শ্রীনগরে ছিলাম, বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও কত মানুষ 'যোগ' করার জন্য একত্রিত হয়েছিল। সম্প্রতি শ্রীনগরে marathon হয়েছিল, তাতেও আমি fit থাকার এই উদ্দীপনাকে দেখেছিলাম। Fit India-র এই ভাবনা, এখন এক mass movement-এর রূপ নিয়েছে।

বন্ধুরা, আমার এটা দেখেও বেশ ভালো লাগে যে আমাদের স্কুলগুলির, বাচ্চাদের fitness-এর ওপর এখন আরও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। Fit India School HoursI এক অভিনব উদ্যোগ। স্কুলগুলি এখন first পিরিয়ড-কে ব্যবহার করছে বিভিন্ন fitness activities-এর জন্য। অনেক স্কুলে যোগ ব্যায়াম করানো হয়, কোনো কোনো দিন অ্যারোবিক্স করানো হয় তো কখনও sports skill এর ওপর নজর দেওয়া হয়। কখনো কখনো খো খো বা কাবাডির মত খেলায় মনোযোগ দেওয়া হয়। এর ফলাফল ও খুব ভাল হচ্ছে। বাচ্চাদের attendance বাড়ছে, তাদের concentration বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের আনন্দও হচ্ছে।

বন্ধুরা, আমি wellness-এর এই প্রাণশক্তি সব জায়গায় দেখতে পাচ্ছি। মন কি বাতের অনেক শ্রোতাও আমাকে তাদের মতামত জানিয়েছেন। কিছু মানুষ তো খুবই চমৎকার প্রয়োগ করছেন। তেমনি একটি উদাহরণ হলো family fitness hour। অর্থাৎ একটি পরিবার সপ্তাহান্তে একদিন একটি ঘণ্টা নির্দিষ্ট করে রাখছে গোটা ফ্যামিলি ফিটনেস activity এর জন্য। আরো একটি উদাহরণ হচ্ছে indigenous games revival , এই উদ্যোগ। কিছু পরিবার তাদের বাচ্চাদের traditional games শেখাচ্ছে ও খেলানো হচ্ছে। আপনিও আপনার fitness routine ও তার অভিজ্ঞতা #fitindia নামের সোশ্যাল মিডিয়া পেজে অবশ্যই শেয়ার করুন। আমি আমার দেশবাসীকে একটি গুরুত্বপূর্ন তথ্য দিতে চাই। এই বছর, ৩১শে অক্টোবর, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্ম জয়ন্তী দিনই দীপাবলীর শুভ দিন পড়েছে। আমরা প্রতি বছর ৩১শে অক্টোবর "রাষ্ট্রীয় একতা দিবস" উপলক্ষ্যে "Run for Unity"-র আয়োজন করে থাকি। এ বছর দীপাবলির কারণে ২৯শে অক্টোবর, মঙ্গলবার "Run for Unity"-র আয়োজন করা হবে। আমার ইচ্ছে যে, যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব, মানুষ এই কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করুন। দেশের একতার মন্ত্রের সঙ্গেই fitness-এর মন্ত্রও চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিন।

আমার প্রিয় দেশবাসী, মন কি বাত' এবার এই পর্যন্তই। আপনারা আপনাদের ফিডব্যাক অতি অবশ্যই পাঠাতে থাকুন। এখন উৎসবের সময়। মন কি বাতের শ্রোতাদের ধনতেরাস, দীপাবলি, ছট পূজা, গুরু নানক জয়ন্তী সহ সকল পার্বণের অনেক অনেক শুভকামনা জানাই। আপনারা সম্পূর্ণ আনন্দের সঙ্গে উৎসব পালন করুন। Vocal for Local এর মন্ত্রও মনে রাখুন। চেষ্টা করুন, যাতে, উৎসবের সময় স্থানীয় দোকানদারদের কাছ থেকে কেনা জিনিসই আপনার ঘরে আসে। আরো একবার আপনাদের সকলকে জানাই আসন্ন উৎসবের মরশুমের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ধন্যবাদ।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শতপথ ব্রাহ্মণে অবশ্য বলা হয়েছে, শ্রীদেবী প্রজাপতি (ব্রহ্মা) হতে উৎপন্ন হয়েছেন এবং তিনি ধন, সৌন্দর্য ও সৌভাগ্য প্রদান করেন। এসব নিয়ে পাশ্চাত্য কালের এক গল্প রয়েছে ,যে গল্পটা লেখার মধ্যে না লিখলে হয়তো এলাকাটি অসম্পূর্ণ থেকে যেতে পারে।এক দেশে রাজা ছিল। তিনি সৎ, ধর্মপরায়ণ ছিলেন। তার দেশে এক নিয়ম ছিল। হাটে প্রজাদের যে সব জিনিস বিক্রি হবে না, তিনি তা ঠিক দামে তার প্রজাদের কাছ থেকে কিনে নেবেন। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

দীপাবলিতে নতুন বাড়িতে উঠবেন আলিয়া-রণবীর

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড দম্পতি রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট নতুন সফর শুরু করতে চলেছেন। খুব শিগগিরই আরো একটি সুখবর দিতে চলেছেন তারকা দম্পতি। শোনা যাচ্ছে, আসন্ন দীপাবলিতেই নতুন সফর শুরু আলিয়া ও রণবীরের। বহু দিন ধরেই চর্চা আলিয়া ও রণবীরের নতুন বাসস্থান নিয়ে। বিয়ের পর থেকেই সেই নতুন ঠিকানার নির্মাণ দেখতে চলে যেতেন আলিয়া ও রণবীর। কখনো সঙ্গে যেতেন নীতু কাপুরও। অবশেষে অপেক্ষার অবসান।

দীপাবলিতেই নাকি নতুন বাড়িতে প্রবেশ করছেন তারকা দম্পতি। নতুন বাড়ির নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যেই শেষ হয়েছে। নতুন বাড়ির ভিডিও ইতোমধ্যে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়েও পড়েছে। বহুদিন ধরে এই সূচনার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন আলিয়া ও রণবীর। আগেই শোনা গিয়েছিল, রাহাকে সঙ্গে নিয়ে নতুন বাড়িতেই দীপাবলি পালন করবেন তারা। সেই পরিকল্পনাই সত্যি হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তারকা দম্পতির এক ঘনিষ্ঠ সূত্র বলেছিল, 'এই বাংলোর সঙ্গে পরিবারের সবার আবেগ জড়িয়ে আছে। তাই বাড়ি তৈরির কাজে ওরাও জড়িয়ে ছিলেন। আলিয়া ও রণবীর ব্যস্ততার মধ্যেও নিজেরা গিয়ে বাড়ির কাজ কতটা এগিয়েছে দেখে আসতেন।' রণবীর কাপুরের ঠাকুরদা অর্থাৎ অভিনেতা রাজ কাপুরের বাংলো ছিল এই বাড়িটি। সেটিকেই নতুন করে তৈরি করা হলো। বাড়ির নাম রাখা হচ্ছে, 'কৃষ্ণ রাজ'। রাজ কাপুরের স্ত্রীর নাম ছিল কৃষ্ণা। উল্লেখ্য, কিছু দিন আগেই মুক্তি পেয়েছে আলিয়ার ছবি 'জিগরা'। বক্স অফিসে সেইভাবে সফল না হলেও প্রশংসিত হয়েছে আলিয়ার অভিনয়। অন্যদিকে তার হাতে রয়েছে সঞ্জয় লীলা বানশালীর ছবি 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার'। এই ছবিতে রয়েছেন রণবীর কাপুরও।

ফৌজি-২তে থাকছেন না শাহরুখ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ১৯৮৯ সালে ছোট পর্দায় 'ফৌজি' ধারাবাহিকের মাধ্যমে অভিষেক হয় বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানের। বর্তমানে তিনি বলিউডের সুপারস্টার। তার ছবি মানেই ব্লকবাস্টার। তার ক্যারিয়ার শুরু যে ধারাবাহিকের হাত ধরে, সেই 'ফৌজি' ৩৫ বছর পর নতুন আঙ্গিকে ফিরছে ছোট পর্দায়। জানা গিয়েছে চিত্রনির্মাতা সন্দীপ সিং দূরদর্শনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন এই কালজয়ী ধারাবাহিককে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার জন্য। এই বিষয়ে তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, 'আমরা আবারো অন্যতম জনপ্রিয় এবং কালজয়ী শো-কে ফিরিয়ে আনতে চলেছি নতুন এবং আরো এক্সাইটিংভাবে। ১৯৮৯ সালে ফৌজি দেশকে শাহরুখ খানকে উপহার দিয়েছিল তার ট্যালেন্ট এবং এনার্জির ঝলক দেখিয়ে। আশা করব ফৌজি টু-ও ইতিহাস গড়ে তুলবে।'

জানা গিয়েছে 'ফৌজি টু'তে থাকছেন না শাহরুখ। তার বদলে বিগ বস ১৭ খ্যাত বিকাশ জৈনকে কর্নেল সঞ্জয় সিংয়ের চরিত্রে দেখা যাবে। গওহর খানকে দেখা যাবে লেফট্যানেন্ট কর্নেল সিমরজিৎ কৌরের চরিত্রে। এছাড়া সন্দীপ সিং এই ধারাবাহিকের মাধ্যমে ১২ জন নতুন অভিনেতাকে লঞ্চ করতে চলেছেন, যাদের তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অভিনয়ের দক্ষতা দেখে বেছে এনেছেন।

এছাড়া 'ফৌজি টু'তে দক্ষ দেশাইয়ের চরিত্রে থাকবেন আশিস ভরদ্বাজ, উৎকর্ষ কোহলিকে দেখা যাবে রংরেজ ফোগাট, রুদ্র সোনিকে দেখা যাবে হারুন মালিকের চরিত্রে। থাকবেন দার্জিলিংয়ের আকাশ ছেত্রী, কানপুরের নীল সাতপুরা, চেন্নাইয়ের প্রিয়াংশু রাজগুরু প্রমুখ।

কেন মেজাজ হারালেন অভিষেক?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে শুরু করে সংবাদের পাতায় তারকা দম্পতি ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চন ও অভিষেক বচ্চনের বিচ্ছেদের গুঞ্জন নিয়ে চলছে বেশ আলোচনা-সমালোচনা। ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, অভিষেকের সঙ্গে সম্পর্ক জড়িয়েছেন অভিনেত্রী নিমরত কৌর। বিতর্কের মাঝে সম্প্রতি বিমানবন্দরে দেখা গেল জুনিয়র বচ্চনকে। কিন্তু মেজাজ যে তার মোটেই ভাল ছিল তা তার হাবে-ভাবে স্পষ্ট। তবে এখনও পর্যন্ত এই প্রসঙ্গে কেউ কোনও কথা বলেননি। এদিকে, পাপারাজ্জিকে দেখেই হাতজোড় করে ছবি তুলতে বারণ করেন তিনি। সদ্য প্রো কাবাডি লিগ শুরু হয়েছে। তাতে রয়েছে নায়কের দল 'জয়পুর পিঙ্ক প্যান্থার্স' নিজের দলকে উৎসাহ দিতে প্রায় সময়ই গ্যালারিতে দেখা যায় তাকে।

আগের খেলাতে নায়কের পাশে দেখা গিয়েছিল ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন এবং আরাধ্যা বচ্চনকে। এদিন তাকে দেখা গেল গম্ভীর মুখে। তিনি বলেন, 'ব্যস দাদা হয়ে গেছে, ধন্যবাদ।' মুকেশ আম্বানির ছোট ছেলে অনন্ত আম্বানির বিয়ের একটি ভিডিওর এক ঝলক দেখা গিয়েছে অভিষেক-ঐশ্বরিয়া এবং তাদের মেয়ে আরাধ্যা বচ্চন একসঙ্গে পারিবারিক মুহূর্ত কাটাচ্ছেন। কয়েক সেকেন্ডের সেই মুহূর্ত সব হিসেব নিকেশ যেন উল্টে পাল্টে দিয়েছে। যদিও সব কিছুই এখনও ধোঁয়াশা। আসলে কী যে ঘটছে, তা বোঝা যাচ্ছে না।

প্রসঙ্গত, ঐশ্বরিয়া-অমিতাভ ২০০৭ সালের ২০ এপ্রিল বিয়ে করেন। এ তারকা দম্পতির বিয়ের অনুষ্ঠান বেশ ঐতিহ্যবাহী ছিল, যেখানে হিন্দু রীতিনীতি অনুসরণ করা হয়। তাদের বিয়ে বলিউডের অন্যতম বড় আয়োজন হিসেবে বিবেচিত হয়। বিয়ের কয়েক বছর পর, ২০১১ সালে তাদের একটি কন্যা সন্তান আরাধ্যা বচ্চন জন্মগ্রহণ করে।

'আপনিই বিয়ে করে নিন আমাকে'

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আতঙ্কে দিন কাটছে বলিউড অভিনেতা সালমান খানের। গত সপ্তাহে প্রকাশ্যে খুন হয়েছেন রাজনৈতিক নেতা বাবা সিদ্দিকি। তারপর থেকেই বিষ্ণোই গ্যাংয়ের কাছ থেকে একের পর এক প্রাণনাশের হুমকি পাচ্ছেন ভাইজান। বহু বছর আগের কৃষ্ণসার হরিণ শিকারের মামলায় তাকে আক্রমণ করতে চাইছে লরেন্স বিষ্ণোই ও তার দল। ফলে অভিনেতার নিরাপত্তায় নেয়া হয়েছে নানা ব্যবস্থা। এরই মধ্যে ফের বিয়ের প্রস্তাব পেলেন সালমান। গত সপ্তাহে বাবা সিদ্দিকি যখন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, তখন শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন এই তারকা। নিরাপত্তার খাতিরে হাসপাতালে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল তাকে। কিন্তু শুটিং বন্ধ করেই সিদ্দিকি পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়ান সলমন। তবে এরপর থেকে ফের মন দিয়েছেন শুটিংয়ে। নিয়মিত শুটিং হচ্ছে 'বিগ বস্ ১৮'-এর। এবার প্রকাশ্যে এসেছে সেই অনুষ্ঠানেরই একটি ভিডিও। যেখানে বিগ বসের প্রতিযোগী অভিনেত্রী চাহত পাণ্ডার সঙ্গে কথা বলতে দেখা গেছে অভিনেতাকে। সেই কথোপকথনের একটি অংশে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব পেলেন সালমান খান। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গেছে, চাহত কেমন মানুষকে বিয়ে করতে চান, জানতে চেয়েছেন সালমান। অন্য প্রতিযোগীদের নাম করে চাহত তাদের গুণাবলির উল্লেখ করতে শুরু করেন। জানান, তিনি কর্ণবীর মিশ্রের মতো মানুষকে চান। যিনি নিয়মিত শরীরচর্চা করে নিজের খেয়াল রাখেন। আবার অবিনাশ মিশ্রের মতো একজন তুখোড় নৃত্যশিল্পীকে চান, ভিভিয়ান ডিসেনার মতো সুন্দর চুলের পুরুষকেও কামনা করেন। কিন্তু এত গুণ কি আদৌ একজন মানুষের মধ্যে থাকা সম্ভব? এই প্রশ্ন উঠতেই চাহত সরাসরি সালমানকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসেন। বলেন, 'আপনিই বিয়ে করে নিন আমাকে।'

দুশ্চিন্তার পাহাড় মাথায় নিয়েও চাহতের প্রস্তাবে সাড়া দেন সালমান। অভিনেত্রীর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসেন। তারপর বলেন, 'এই যে এত রকমের গুণের কথা আপনি বললেন, তার একটাও আমার মধ্যে নেই। সবচেয়ে বড় কথা, আপনার মায়ের সঙ্গে আমার একেবারেই মিল হবে না।' এরপর চাহত বলেন, বিষয়টি তিনি কথা বলে মিটিয়ে নেবেন, কোনও অসুবিধা হবে না। ভিডিও ক্লিপটি নিজের ইনস্টাগ্রামে ভাগ করে নিয়েছেন চাহত নিজেই। লিখেছেন, 'কোনও ক্যাপশনের প্রয়োজন নেই। ভিডিওতেই সব বলা আছে।'

কথা দিচ্ছি 'কেজিএফ থ্রি' অবশ্যই হবে : যশ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বাহুবলীর পর আরেক যে সিনেমা ফ্রাঞ্চাইজি বক্স অফিসে সাড়া ফেলে দিয়েছিল তা হল কেজিএফ। এই ফ্র্যাঞ্চাইজির উৎসাহী ভক্তদের জন্য কেজিএফের পরবর্তী সিনেমাটি নিয়ে ইতোমধ্যেই পরিচালকদের সঙ্গে আলোচনা চলছে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে 'কেজিএফ থ্রি'র রকি ভাইয়ের চরিত্রে ফেরার কথা জানিয়েছেন যশ। তিনি জানান যে, কেজিএফ থ্রি নিয়ে অবশ্যই পরিকল্পনায় রয়েছে। এবং এটি নিয়ে পরিচালক প্রশান্ত নীলের সঙ্গে কথাও হয়েছে।

সাক্ষাৎকারের সময় যশকে কেজিএফ থ্রি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'কেজিএফ ৩ অবশ্যই হবে, আমি কথা দিচ্ছি। তবে আমি এই দুটি প্রকল্পে (টক্সিক ও রামায়ণ) ফোকাস করছি। আমরা (তিনি ও প্রশান্ত নীল) এটি সম্পর্কে আলোচনা করি। আমাদের অনেকগুলো পরিকল্পনাও রয়েছে। এটি বিশাল হবে, এটি এমন একটি বিষয় যাতে সত্যিই আমাদের সমস্ত মনোযোগ এবং ফোকাস প্রয়োজন।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা সত্যিই যা ইচ্ছে তাই বানিয়ে দিতে চাই না, কারণ দর্শকরা আমাদের অনেক ভালোবাসা দিয়েছেন। তাই আমরা এটি এমনভাবে বানাতে চাই, যাতে দর্শকরাও গর্ব করে। এটা একটা কাল্ট সিরিজ। তই তাড়াহুড়ো করে নষ্ট করতে চাই না। আমি আর প্রশান্ত (নীল, পরিচালক) আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি, আমরা একেবারে বড় কিছু নিয়ে হাজির হব।'

২০১৮ সালে মুক্তি পেয়েছিল কেজিএফ। আর কেজিএফ চ্যাপ্টার টু আসে ২০২২ সালে। এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যশকে দেখা গিয়েছে রকি ভাইয়ের চরিত্রে। কেজিফের প্রথম পার্টটি ২৫০ কোটির কাছাকাছি ব্যবসা করেছিল। তবে কেজিএফ চ্যাপ্টার ২ ছিল ম্যাসিভ হিট। ১২০০ কোটির উপর ব্যবসা করেছিল সিনেমাটি। দ্বিতীয় পার্টে কাজ করেছিলেন বলিউডের অভিনেতা সঞ্জয় দত্তও। আশা রাখা যায়, তৃতীয় পার্টেও বলিউডের ছোঁয়া রাখবেন প্রশান্ত নীল।

হল্যান্ডের অবিশ্বাস্য গোল, সিটির অনায়াস জয়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্ষুরধার গোল আদায়ের দক্ষতার জন্য আর্লিং হল্যান্ড পেয়েছেন 'গোলমেশিন' তকমা।ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে করেছেন অসংখ্য ম্যাচ জেতানো গোল,হ্যাটট্রিক, একাধিকবার আছে এক ম্যাচে পাঁচ গোল করার কীর্তিও।তবে বৃহস্পতিবার 'রিভার্স ফ্লিকে' করা চোখ ধাঁধানো গোলটি নিশ্চয়ই বাকি সব ছাড়িয়ে এই নরওয়েজিয়ান তারকার মনে থাকবে অনেক দিন।তার মুগ্ধকর গোলের ম্যাচে অনায়াস জয় পেয়েছে সিটি।

ইতিহাদ স্টেডিয়ামে চেক ক্লাবকে ৫-০ গোলে হারিয়েছে ম্যান সিটি। জোড়া গোল করেছেন আর্লিং হলান্ড। আর একবার করে জাল খুঁজে নিয়েছেন ফিল ফডেন, জন স্টোনস ও মাথিয়াস নুনেস।

ঘরের মাঠে স্পার্তার বিপক্ষে তাদের জয়টা প্রত্যাশিত ছিল। ম্যাচজুড়ে দাপুটে ফুটবলে চেক ক্লাবকে দাঁড়াতেই দেয়নি হল্যান্ডএয়া। সহজ জয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে একটা রেকর্ডও গড়েছে সিটিজেনরা। ইউরোপ সেরার লড়াইয়ে এখন টানা সবচেয়ে বেশি ম্যাচ অজেয় থাকা দল ম্যান সিটি। টানা ২৬ ম্যাচ হারেনি গার্দিওলার দল (১৮ জয় ও ৮ ড্র)। ইংলিশ ক্লাবটি ভেঙে দিয়েছে নগরপ্রতিপক্ষ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের টানা ২৫ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড।

নিজেদের মাঠে মাত্র ৩ মিনিটের মাথায়ই গোলের দেখা পেয়ে যায় ম্যানসিটি। ম্যানুয়েল আকাঞ্জির কাছ থেকে বল পেয়ে দুজনের মাঝে দিয়ে নেয়া শটে গোল করেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড ফিল ফোডেন। প্রথমার্ধে আরও অনেকগুলো সুযোগ তৈরি করলেও বিফলই হতে হয় গার্দিওলা শিষ্যদের। তবে দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিপক্ষের উপর আক্রমণের ঝড় বইয়ে আরও চারবার গোলের দেখা পায় ৪৮ মিনিটে স্বাগতিকদের একটি গোল বাতিল হয়ে যায়, তবে ১০ মিনিট পর দর্শনীয় সেই গোমে ব্যবধান দিগুণ করেন আরলিং হল্যান্ড।ডান প্রান্ত দিয়ে এগিয়ে বক্সে থাকা হল্যান্ডের উদ্দেশ্যে হাওয়ায় বল পাঠান স্যাভিও।বেশ কয়েক ডিফেন্ডারের চ্যালেঞ্জ সামলে হঠাৎ শূন্য উঠে অসম্ভব পজিশন রিভার্স ফ্লিকে হল্যান্ডের গোলরক্ষককে পরাস্ত করার দৃশ্যটি ছিল দেখার মত।

৬৪ মিনিটে আরেকটি গোল করেন জন স্টোনস, এ গোলের অ্যাসিস্টদাতা ম্যাথুস নুনেস। ৬৮ মিনিটে আবার হল্যান্ডের গোল, এবারও সহায়তা করেন নুনেস।এই স্ট্রাইকার পেয়েছেন চ্যাম্পিয়নস লিগের ২০ ও ২১তম গোল। সব মিলিয়ে তার ম্যাচ সংখ্যা মাত্র ২৩। নরওয়েজিয়ান স্ট্রাইকারের চেয়ে কম ম্যাচ খেলে ২০ গোল করার রেকর্ড রুদ ফন নিস্টলরয়ের। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জার্সিতে চ্যাম্পিয়নস লিগের ২১ ম্যাচে করেছিলেন ২০ গোল।

৮৮ মিনিটে পেনাল্টি পায় স্বাগতিক দল। সেই পেনাল্টি নিতে দেয়া হয় দুটি অ্যাসিস্ট করা নুনেসকে। অব্যর্থ শটে জাল খুঁজে পান তিনি।

ওপেনিং ব্যাটার খুঁজছে অস্ট্রেলিয়া, ফিরতে 'প্রস্তুত' ওয়ার্নার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্টিভেন স্মিথ মিডল অর্ডারে ফিরতে যাওয়ায় ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে উসমান খাওয়াজার নতুন ওপেনিং সঙ্গী খুঁজতে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াকে। দলের কঠিন সময়ে এগিয়ে আসার বার্তা দিলেন ডেভিড ওয়ার্নার। সাবেক এই ওপেনার বললেন, যদি অস্ট্রেলিয়ার টিম ম্যানেজমেন্ট চায় তাহলে অবসর ভেঙে পাঁচ টেস্টের সিরিজে তিনি ফিরতে প্রস্তুত। গত অস্ট্রেলিয়ান গ্রীষ্মে পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানান ওয়ার্নার। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে তিনি বিদায় বলে দেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে।

টেস্ট থেকে ওয়ার্নারের অবসরের ঘোষণা দেওয়ার পর ওপেনার হিসেবে নিজের নাম তুলে ধরেন স্মিথ, পেয়ে যান সুযোগও। তবে নতুন ভূমিকায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ভালো করতে পারেননি তিনি, আট ইনিংসে মাত্র ১৭১ রান করতে পারেন ২৮.৫০ গড়ে।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নির্বাচক জর্জ বেইলি গত সপ্তাহে নিশ্চিত করেন, ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ দিয়ে মিডল অর্ডারে ফিরে যাবেন স্মিথ। ক্যামেরন গ্রিন চোটে পড়ার আগে অধিনায়ক প্যাট কামিন্স ও কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে আলোচনার পর স্মিথ মিডল অর্ডারে ফেরার অনুরোধ করেছিলেন বলে জানান বেইলি। যদিও পরে স্মিথ দাবি করেন, মিডল অর্ডারে ফেরার জন্য তিনি কোনো অনুরোধ করেননি। বরং তার ওপেনিংয়ে নামা নিয়ে খাওয়াজা ও তিন নম্বরে খেলা মার্নাস লাবুশেন অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন বলে দাবি করেন স্মিথ।

আগামী ২২ নভেম্বর শুরু বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে স্মিথ ফিরে যাবেন তার আগের পজিশন চার নম্বরে, তিনি ওপেনিংয়ে যাওয়ার পর চারে খেলা গ্রিন লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে গেছেন চোট পেয়ে। এই মুহূর্তে খাওয়াজার ওপেনিং সঙ্গী হওয়ার লড়াইয়ে আছেন বিভিন্ন সময়ে টেস্ট ক্রিকেটে খেলা দুই ওপেনার ক্যামেরন ব্যানক্রফট ও মার্কাস হ্যারিস, নিউ সাউথ ওয়েলসের নতুন সেনসেশন স্যাম কনস্টাস, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক স্যাম হোয়াইটম্যানের মতো ক্রিকেটাররা।

কোড স্পোর্টসকে ওয়ার্নার বললেন, দল প্রয়োজন মনে করলে ফিরতে রাজি আছেন তিনি নিজেও। এজন্য ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির প্রতিযোগিতা শেফিল্ড শিল্ডে খেলতে প্রস্তুত ৩৭ বছর বয়সী সাবেক ক্রিকেটার। আমি সবসময় প্রস্তুত থাকি, স্রেফ ফোনটা তুলতে হবে। আমি খুবই সিরিয়াস। ফেব্রুয়ারিতে (আসলে মার্চে) সবশেষ টেস্ট ম্যাচের পর থেকে ছেলেরা কেবল একটি লাল বলের ম্যাচ খেলেছে (শেফিল্ড শিল্ডের প্রথম রাউন্ড), তাই আমার প্রস্তুতিও প্রায় একই।

তিনি আরও বোলেণ, সত্যি বলতে, এই সিরিজের জন্য যদি তাদের সত্যিই আমাকে প্রয়োজন হয়, আমি খুশি মনে শেফিল্ড শিল্ডে পরের ম্যাচ খেলব। সঠিক কারণে আমি অবসর নিয়েছিলাম এবং শেষ করতে চেয়েছিলাম, (কিন্তু) যদি তাদের কাউকে খুব প্রয়োজন হয়, তাহলে আমার হাত তোলা থাকল, আমি এখান থেকে সরে যাব না।

১১২ টেস্টে ৮ হাজার ৭৮৬ রান করে অবসরে যান ওয়ার্নার। এই সংস্করণে ২৬ সেঞ্চুরির ২০টিই তিনি করেন দেশের মাটিতে। ঘরের মাঠে তার ব্যাটিং গড় ৫৭.৮৫।

রাফিনিয়ার হ্যাটট্রিকে ৯ বছর পর বার্সার বায়ার্ন বধ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়নস লীগে শেষ কয়েক বছরে বায়ার্ন মিউনিখে কাছে স্রেফ হার নয়,অনেক ম্যাচে বিপর্যস্ত হয়েছে বার্সালোনা।অনেক রথী-মহারথী এর মাঝে বার্সায় খেলে গেলেও জার্মান দলটির বিপক্ষে গত নয় বছরে কেউ এনে দিতে পারেনি জয়।

বায়ার্নের বিপক্ষে প্রায় ৯ বছর ধরে অধরা ছিল যে জয়, সেটার দেখা আর মিলছিল না। ২০১৪-১৫ চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে বায়ার্নকে হারানোর পর ওদের বিপক্ষে যেন জিততেই ভুলে গিয়েছিল বার্সা।

অবশেষে বায়ার্নের বিপক্ষে বার্সেলোনা সেই জয় পেল আজ, অলিম্পিক স্টেডিয়ামে।

২৩ অক্টোবর বার্সেলোনার অস্থায়ী ঘরের মাঠে রাফিনিয়ার হ্যাটট্রিকে বায়ার্ন মিউনিখকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে। বার্সার হয়ে বাকি গোলটি করেন দলের স্ট্রাইকার রবার্ট লেভানদভস্কি। বায়ার্নের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন হ্যারি কেইন।

বার্সেলোনার এই চমকপ্রদ জয়ে রাফিনিয়া ছিলেন পুরো ম্যাচের নায়ক। রাফিনিয়ার দুর্দান্ত হ্যাটট্রিকই কাতালানদের এই গুরুত্বপূর্ণ জয় এনে দেয়। ম্যাচ শুরুর মাত্র ৬০ সেকেন্ডের মধ্যে রাফিনিয়া প্রথম গোল করেন। ম্যানুয়েল নয়্যারের সামনে দিয়ে বল জালে জড়িয়ে পুরো স্টেডিয়ামকে আনন্দে ভাসান তিনি।

গোল খাওয়ার পর বায়ার্ন বল দখলে আধিপত্য বিস্তার করলেও ঠিক সেভাবে সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না। ১০ মিনিটে হ্যারি কেইনের একটি হেড অফসাইডের কারণে বাতিল হয় তবে ১৮ মিনিটে আবার তার ভলিই বায়ার্নকে সমতায় ফেরায়।

তবে গোল হজম করলেও আক্রমণে ২৫তম মিনিটে লেভানদোভস্কির দূর থেকে নেওয়া শট পোস্ট ঘেঁষে যায়। পরের মিনিট নয়্যারের ভুলে অল্পের জন্য গোল পাননি সুযোগসন্ধানী লামিন ইয়ামাল। জমে ওঠে লড়াই।

৩৬তম মিনিটে আবার লিড নেয় বার্সেলোনা। ডিফেন্ডার কিম মিন-জে ঠিকঠাক হেড করতে পারেননি ইয়ামালের ক্রসে। কিমের পেছনে থাকা মিডফিল্ডার ফারমিন ডি-বক্সে ঢোকার পর নয়্যারকে এগিয়ে আসতে দেখে ফ্লিক করেন। সৌভাগ্যক্রমে বল চলে যায় বাঁদিকে ফাঁকায় থাকা লেভানদোভস্কির কাছে। লক্ষ্যভেদ করতে কোনো ভুল করেননি তিনি।

বায়ার্ন অবশ্য তখন দাবি তোলে ফাউলের। তাদের অভিযোগ ছিল, ফারমিন পেছন থেকে কিমকে ধাক্কা দিয়েছিলেন।কিন্তু সেই প্রতিবাদ কাজে আসেনি। এরপর প্রথমার্ধের শেষদিকে চালকের আসনে বসে পড়ে বার্সা। নিজেদের অর্ধ থেকে মিডফিল্ডার মার্ক কাসাদো কোণাকুণি উঁচু পাস দেন বাঁদিকে। বল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে পায়ের কারুকাজে ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন রাফিনিয়া। প্রতিপক্ষের দুই ডিফেন্ডারের চাপ সামলে তিনি নেন ডান পায়ে শট। বল দাইয়োত উপামেকানোর দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে জাল কাঁপায়।

এরপর দ্বিতীয়ার্ধে রাফিনিয়া নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন। লামিন ইয়ামালের বাড়ানো দুর্দান্ত এক বল থেকে। একদিন আগে স্বদেশী ভিনিসিয়ুসের মতো রাফিনিয়ার হ্যাটট্রিকের শনিবারের এল ক্লাসিকোর উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ম্যাচের শেষে রাফিনিয়া দর্শকদের দাঁড়িয়ে সম্মান জানানোর মধ্য দিয়ে মাঠ ছাড়েন।

এই জয়ের ফলে বার্সেলোনা পয়েন্ট টেবিলে শক্ত অবস্থানে চলে এসেছে, অন্যদিকে বায়ার্নের জন্য এটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পরপর দ্বিতীয় পরাজয়, যা কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানির জন্য চাপ বাড়িয়েছে।

একের পর এক ম্যাচসেরার পুরস্কার, কোহলির রেকর্ড ভাঙলেন রাজা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রুয়ান্ডার বিপক্ষে সিকান্দার রাজা ম্যাচসেরা হয়েছিলেন ক্যারিয়ার সেরা বোলিংয়ে। পরের ম্যাচে গাম্বিয়ার বিপক্ষে ক্যারিয়ার সেরা ব্যাটিংয়ে আবার পুরস্কারটি পেলেন তিনি। গড়লেন একটি রেকর্ডও। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ম্যান অব দা ম্যাচ হওয়ার রেকর্ডে এখন এককভাবে চূড়ায় জিম্বাবুয়ের অধিনায়ক।

এই সংস্করণে রাজা ১৭ বার ম্যাচসেরা হলেন ৯৫ ম্যাচ খেলে। তিনি ছাড়িয়ে গেলেন ১৬ বার করে সেরার স্বীকৃতি পাওয়া ভারতের বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব ও মালয়েশিয়ার ভিরানদিপ সিংকে।

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আফ্রিকার উপ-আঞ্চলিক বাছাইপর্বে নাইরোবিতে বুধবার (২৩ অক্টোবর) গাম্বিয়ার বিপক্ষে ৪৩ বলে অপরাজিত ১৩৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন রাজা। ১৫ ছক্কা ও ৭ চারে গড়া তার ইনিংসটি।

এই সংস্করণে জিম্বাবুয়ের প্রথম সেঞ্চুরিয়ান হওয়ার পথে তিন অঙ্ক স্পর্শ করেন তিনি ৩৩ বলে, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে যা যৌথভাবে দ্বিতীয় দ্রুততম শতক। তার ১৫ ছক্কা এক ইনিংসে যৌথভাবে তৃতীয় সর্বোচ্চ।

২০ ওভারে ৪ উইকেটে ৩৪৪ রান করে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ দলীয় সংগ্রহের রেকর্ড গড়ে জিম্বাবুয়ে। রেকর্ড গড়ে তারা আরও বেশ কয়েকটি। আগের ম্যাচে রুয়ান্ডাকে ৯১ রানে গুটিয়ে দিতে ১৮ রানে ৫ উইকেট নিয়েছিলেন ৩৮ বছর বয়সী স্পিনিং অলরাউন্ডার রাজা।

লিস্ট 'এ' ক্রিকেট

দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে দ্রুততম ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়লেন নিউজিল্যান্ডের চ্যাড বোয়েস। ঘরোয়া ওয়ানডে ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ফোর্ড ট্রফিতে বুধবার ক্যান্টারবুরির হয়ে এ কীর্তি গড়েন তিনি। নিজের শততম ম্যাচে ক্যান্টারবুরির হয়ে ওটাগোর বিপক্ষে ১০৩ বলে ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে এই রেকর্ড গড়েন বোয়েস। এর আগে এই রেকর্ড ছিল ১১৪ বলের। অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড ও ভারতের নারায়ন জাগাদিসান এই রেকর্ডের মালিক ছিলেন। ২০২১ সালে অ্যাডিলেইডে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ১১৪ বলে ডাবল সেঞ্চুরি স্পর্শ করেন হেড। আর ২০২২ সালে ভিজায় হাজারে ট্রফিতে তামিলনাড়ুর হয়ে ১১৪ বলে ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকান নারায়ন। তাদের রেকর্ড ভেঙে এবার তালিকায় সবার ওপরে বসলেন বোয়েস। ২৭ চার ও ৭ ছক্কায় সাজানো তার ইতিহাস গড়া ইনিংসটি শেষ হয় ১১০ বলে ২০৫ রান করে। এই যাত্রায় তিনি ২৬ বলে পঞ্চাশ ছুঁয়ে ৫৩ বলে হাঁকান সেঞ্চুরি। বাকি ৫০ বলে স্পর্শ করেন ডাবল সেঞ্চুরির মাইলফলক। তার এই দ্রুত ডাবল সেঞ্চুরিতে ৩৪৩ রানের সংগ্রহ পায় ক্যান্টাবুরি। তবে এই রান তাড়া করতে নেমে ২৪.৫ ওভারেই ১০৩ রানে গুটিয়ে যায় তারা। ক্যান্টারবুরি জয় পায় ২৪০ রানে।

রোনালদোকে দেখতে সাইকেলে ১৩ হাজার কিলোমিটার পাড়ি!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ৬ মাস ২০ দিন আগে অর্থাৎ ঠিক ২০০ দিন আগে চীন থেকে একটি বাইসাইকেল নিয়ে বের হয়েছেন রোনালদোর ভক্ত জিয়াও গং। উদ্দেশ্য, সৌদি আরবের রিয়াদ শহরে আল নাসর ক্লাবের হেড কোয়ার্টারে আসবেন তিনি। কারণ, রোনালদোর সাথে দেখা করবেন তিনি। চাইলে বিমানেও আসতে পারতেন, কিন্তু রোনালদোর সাথে দেখা করার মুহুর্তটি স্মরণীয় করে রাখতে তিনি বাইসাইকেলে পাড়ি দিয়েছেন ১৩ হাজার কিলোমিটার পথ।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে ছড়িয়ে পড়া এক ছবিতে দেখা যায়, রোনালদোর সেই চীনা ভক্ত একটি সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করছেন। সে সময় তার সাইকেলে আল নাসরের জার্সিসহ নানা জিনিসপত্রের সঙ্গে একটি বড় কাগজও ছিল। সেই কাগজটিতে লেখা ছিল, '১৩ হাজার কিলোমিটার, ৬ মাস ২০ দিন। আমি চীন থেকে এখানে এসেছি ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর সঙ্গে দেখা করতে।' পরবর্তী সময়ে আরও কিছু ছবিতে রোনালদোকে সেই ভক্তের সঙ্গে দেখা করে ছবি তুলতে এবং অটোগ্রাফ দিতে দেখা যায়। দলবদল বিশেষজ্ঞ ও ইতালিয়ান সাংবাদিক ফাব্রিজিও রোমানো রোনালদোর সঙ্গে ভক্তের সেই ছবি পোস্ট করেছেন। সেই পোস্টে কমেন্ট করেছেন নানা মানুষ। এক ভক্ত কমেন্টবক্সে লিখেছেন, 'ভালোবাসার শক্তি।'

আরেক জন লিখেছেন, 'এটা সত্যিই অবিশ্বাস্য। সে ঝুঁকি নিয়ে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে রোনালদোর সঙ্গে দেখা করার জন্য। এটা অসাধারণ একটা ঘটনা।'

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১

Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR